সংবাদ

তারিখ 23 APR 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

সংকটে ঢাকার ৯ সরকারি কলেজ

বাড়ছে শিক্ষার্থী বাড়ছে না শিক্ষক

রাকিব উদ্দিন

এক যুগ ধরে নতুন পদ সৃষ্টি না হওয়ায় চরম শিক্ষক সংকটে মুখে পড়েছে ঢাকার পুরনো ৯টি সরকারি কলেজ। নতুন পদ সৃষ্টি না হলেও কলেজগুলোতে নিয়মিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু বাড়ছে না শিক্ষক। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে শিক্ষা সংকট অপরদিকে। সংযুক্ত থাকা প্রায় একশ শিক্ষককে ঢাকার বাইরে পদায়ন করায় শিক্ষক স্বল্পতা আরও চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। কলেজগুলোয় শিক্ষা পরিস্থিতি করুণ অবস্থা। এ অবস্থা এখন মফস্বল ও জেলা পর্যায়ের কলেজ থেকে ঢাকার অবস্থা। বর্তমানে ঢাকার ৯টি কলেজে প্রতি ১৫৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছেন মাত্র একজন। কিন্তু মফস্বল এলাকার কলেজে প্রতি ১০৫ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছেন একজন। বিদ্যমান সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে সরকারি কলেজে জরুরি ভিত্তিতে আরও ১২ হাজার শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন। তিতুমীর সরকারি কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের একজন শিক্ষক সংবাদকে বলেন, 'হিসাব বিজ্ঞানের প্রায় ছয় হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছেন ৯ জন (৬ জন নিয়মিত ও ৩ জন সংযুক্ত)। এই বিভাগে ন্যূনতম শিক্ষক প্রয়োজন ৩০ জন। প্রায় এক যুগ ধরে এই কলেজে নতুন কোন পদ সৃষ্টি হয় না। এতে সঙ্কট আরও বেড়েছে।'

শিক্ষাদানে অব্যবস্থা

অবকাঠামো সমস্যা

একাডেমিক ভবন ও আবাসিক ভবনের স্বল্পতা

পুরনো কলেজগুলোতে শিক্ষক স্বল্পতার পাশাপাশি অবকাঠামো সমস্যা চরমে। বিশেষ করে একাডেমিক ভবন স্বল্পতা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আবাসিক ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও শিক্ষা উপকরণ সমস্যাও প্রকট হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, রাজধানীর ৯টি সরকারি কলেজে শিক্ষার্থী আছে প্রায় ১ লাখ ৮৫ হাজার ৫০০ জন। এর বিপরীতে এসব কলেজে কর্মরত শিক্ষক আছেন এক হাজার ১৬৮ জন। এতে ছাত্র-শিক্ষকের গড় অনুপাত প্রায় ১৫৮.৮২ জন। অর্থাৎ রাজধানীর সরকারি কলেজে ১৫৯ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছেন একজন। আর সারাদেশের ৩০২টি সরকারি কলেজে (সদ্য জাতীয়করণ কলেজ ছাড়া) শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ১০৫:১ জন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঢাকার সরকারি কলেজগুলোতে শ্রেণীকক্ষের স্বল্পতা ও শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রায়ই ক্লাস চলাকালীন সময় তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। একসঙ্গে ৫০০ বা তার বেশিসংখ্যক শিক্ষার্থীতে পাঠদান করতে গিয়ে শিক্ষকরা হিমশিম খাচ্ছেন। ক্ষেত্রে বিশেষ দায়সারা লেকচার নিয়ে দায়িত্ব শেষ করছেন। এতে করে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত ক্লাসে আসা ছেড়ে দিচ্ছেন। সবমিলিয়ে বেড়েই চলেছে পাঠদান সঙ্কট। সিলেবাস অসম্পূর্ণ রেখেই নেয়া হচ্ছে পরীক্ষা।

শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাতে সবচেয়ে ভারসাম্যহীন অবস্থা বিরাজ করছে সরকারি তিতুমীর কলেজে, যেখানে ছাত্রছাত্রী আছে প্রায় ৫০ হাজার। এ কলেজে শিক্ষকের পদ রয়েছে ১৭১টি, বিপরীতে নিয়মিত ও সংযুক্তসহ কর্মরত শিক্ষক আছেন ১৮০ জন। ছাত্র-শিক্ষকের গড় অনুপাত ২৭৮.১ জন। অর্থাৎ প্রতি ২৭৮ জন ছাত্রের পাঠদানের জন্য শিক্ষক আছেন একজন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সকল বিভাগ (২২টি) এই কলেজে চালু আছে। কলেজটিতে চরম শিক্ষক স্বল্পতার জন্য শিক্ষার্থীরাও নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকছে না। তিতুমীরে সর্বোচ্চ ২০ হাজার শিক্ষার্থীর পাঠদানের অবকাঠামো সুবিধা রয়েছে বলে শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা জানান।

তিতুমীর কলেজের কয়েকজন শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, শ্রেণীকক্ষ স্বল্পতা, শিক্ষার্থীদের আবাসন সঙ্কট, শিক্ষক স্বল্পতা ও বিদ্যমান নানা সঙ্কট চরম আকার ধারণ করেছে। বহুমুখী সমস্যা ও সীমাবদ্ধতার কারণে একসাথে প্রায় চারশ থেকে পাচঁশ শিক্ষার্থীকে পাঠদান করতে হয়। এতে শিক্ষার্থীদের কলেজমুখী প্রবণতা কমছে, বাড়ছে প্রাইভেট পড়ার প্রবণতা। তিতুমীর কলেজে ইংরেজি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী শহিদুল ইসলাম বলেন, 'শিক্ষক কম থাকায় নিয়মিত ক্লাস হয় না। মাঝেমধ্যে ক্লাস হলেও শত শত শিক্ষার্থীকে এক সঙ্গে ক্লাস নেয়ায় লেকচার বুঝা যায় না।'

তিতুমীর কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আবু হায়দার আহমেদ নাসের কিছুদিন আগে সংবাদকে বলেন, 'নানা সমস্যা-সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ৫০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে পড়াতে কলেজে দুইশ শিক্ষকও নেই।' ঢাকা সরকারি কলেজে বর্তমানে ছাত্র আছে ১৬ হাজার ৪৩৩ জন। এ কলেজে ২০০টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে সংযুক্তসহ শিক্ষক আছেন প্রায় দুইশ। ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ৮২:১ জন। এ কলেজে ২২টি বিভাগ চালু রয়েছে।

মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজে শিক্ষার্থী রয়েছে প্রায় ৩৫ হাজার। এ কলেজে ১১৪টি শিক্ষকের পদের বিপরীতে কর্মরত শিক্ষক আছেন ১৪০ জন। এ কলেজে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাত ২৫০.১ জন।

বাঙলা কলেজের বাড়ছে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বাড়ছে : শিক্ষার্থী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক মাজহারুল হক মাসুম সংবাদকে বলেন, 'কলেজে জরুরি ভিত্তিতে কমপক্ষে দ্বিগুণ শিক্ষক ও শ্রেণীকক্ষ দরকার। এছাড়া পরীক্ষার হলরুম, অডিটরিয়াম, শিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও শিক্ষার্থীদের আবাসিক হোস্টেল ও যাতায়াতের জন্য বাস প্রয়োজন। ঢাকার সব কলেজে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য বাস থাকলেও বাঙলা কলেজে তা নেই।'

ইডেন সরকারি মহিলা কলেজ ও তিতুমীর কলেজে কয়েক বছর ধরে ইন্টারমিডিয়েট (একাদশ শ্রেণী) পাঠদান বন্ধ রয়েছে। দুই কলেজে কেবল ডিগ্রি পাস কোর্স, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সে পাঠদান করা হয়। ঢাকার পুরনো অন্যান্য কলেজে একাদশ শ্রেণীর পাশাপাশি ডিগ্রি পাস কোর্স, অনার্স, মাস্টার্স কোর্স পাঠদান হয়। সরকারি বিজ্ঞান কলেজে কেবল এইচএসসি ও বিএ (পাস) কোর্স চালু রয়েছে।

এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সংবাদকে বলেন, 'সরকারি কলেজে ছাত্র-শিক্ষকের অনুপাতের কাঙ্ক্ষিত অবস্থা থেকে আমরা অনেক দূরে রয়েছি। শিক্ষকের তুলনায় আমাদের শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি। শিক্ষার্থীর সংখ্যার বিচারে সরকারি তিতুমীর কলেজ দেশের সবচেয়ে বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই কলেজসহ দেশের সকল সরকারি কলেজেই শিক্ষক বাড়াতে হবে, তাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করতে হবে, ক্লাসরুম বাড়াতে হবে। অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও এ নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করছে।'

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) তথ্যানুযায়ী, দেশের সরকারি কলেজসহ সংশ্লিষ্ট তিন শতাধিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ক্যাডারের মোট পদ আছে ১৫ হাজার ১১২টি। এর মধ্যে বর্তমানে শূন্য রয়েছে তিন হাজার ৬ শতাধিক পদ।

এ বিষয়ে মাউশির উপ-পরিচালক আবু সুলতান মো. একে সাব্রী সংবাদকে বলেন, 'সরকারি কলেজে কমপক্ষে আরও ১২ হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন।'

শিক্ষানীতি ও বাস্তব অবস্থা

'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০'-এ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত নির্ধারণ করা হয়েছে ১:৩০। ২০১৮ সালের মধ্যে তা বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু গত ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের সরকারি কলেজে শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা সবচেয়ে কম।

দেশের মোট ৩০২টি সরকারি কলেজে ১৩ লাখ ৫৬ হাজার ৯৬২ জন শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ১২ হাজার ৯২৬ জন। এ হিসেবে ১০৫ জন শিক্ষার্থীকে পাঠদানের জন্য একজন শিক্ষক রয়েছেন। অর্থাৎ শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাত ১:১০৫। অথচ দেশের ৩৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ১:৪০।

অন্যান্য কলেজের চিত্র

ইডেন মহিলা কলেজে বর্তমানে ছাত্রী আছে প্রায় ৩৫ হাজার, শিক্ষকের পদ আছে ২১৬টি কিন্তু নিয়মিত ও সংযুক্তসহ শিক্ষক আছেন ২৫০ জন। এ কলেজেও অবকাঠামো সমস্যা ও শিক্ষক স্বল্পতা দীর্ঘদিন ধরে।

এ বিষয়ে ইডেন কলেজের হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান প্রফেসর মাসুমে রাব্বানী খান সংবাদকে বলেন, 'ক্লাসরুম সঙ্কট ও শিক্ষক স্বল্পতা ছাড়াও বিদ্যমান ক্লাসরুমগুলোও অনেক ছোট। এখানে কোন হলরুমও নেই। এর মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট কমানোর নামে না পড়িয়েই ঘন ঘন পরীক্ষা নিচ্ছে। এতে একাডেমিক কার্যক্রম অসম্পূর্ণ রেখেই শিক্ষাবর্ষ শেষ করতে হচ্ছে।'

পুরান ঢাকার কবি নজরুল সরকারি কলেজের প্রায় ২১ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছেন মাত্র ১০০ জন। নজরুল কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নুরুন নাহার সংবাদকে বলেন, 'দেশের সব সরকারি কলেজেই শিক্ষক স্বল্পতা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। কারণ কলেজে অনার্স-মাস্টার্স কোর্স চালু হলেও এজন্য নতুন পদ সৃষ্টি হয়নি।'

তিনি জানান, 'অনার্সে প্রতি বিভাগের জন্য ১০ জন এবং মাস্টার্স থাকলে প্রতি বিভাগের জন্য ১২ জন শিক্ষকের পদ সৃষ্টির কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। ফলে ৫/৭ জন শিক্ষক দিয়েই একাদশ শ্রেণি, বিএ (পাস), প্রাইভেট, অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স পড়াতে হচ্ছে।'

অন্য কলেজের মধ্যে বেগম বদরুন্নেছা সরকারি মহিলা কলেজে প্রায় সাড়ে সাত হাজার ছাত্রীর জন্য নিয়মিত ও সংযুক্তসহ কর্মরত শিক্ষক আছেন ১১৮ জন, সরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজে প্রায় চার হাজার ছাত্রীর জন্য সংযুক্তসহ শিক্ষক ৫০ জন, সরকারি বিজ্ঞান কলেজে প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক ৩৬ জন, শহীদ সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজে প্রায় ১৪ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষক আছেন ৭০ জন। এছাড়া সরকারি সঙ্গীত কলেজে বর্তমানে শিক্ষার্থী আছে ২০০ জন শিক্ষক আছেন ২৪ জন।

রাজধানীতে মোট সরকারি কলেজ রয়েছে ১৪টি। এর মধ্যে চারটি বর্তমান ও এর আগের মহাজোট সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নতুন কলেজ হলো- আজিমপুর সরকারি গার্লস কলেজ, হাজারীবাগের শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয়, উত্তরায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি মহাবিদ্যালয়, কাফরুলে ভাষানটেক সরকারি মহাবিদ্যালয়।